২। ভক্ত চকোর মনোমোহন, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু চারুচন্দ্রানন।
বনমালা গলে দোলে দে'খলে তাপিত প্রাম জুড়ায়।।
৩। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সেই ধন, কলির শেষে বঙ্গদেশে করলেন বিতরণ।
পাষণ্ড করিলে দলন, জগৎ ভাসাও প্রেম বন্যায়।।
৪। কলির জীবের বড় সৌভাগ্য, কলিযুগে প্রচারিল হরিনাম যজ্ঞ।
তারা তুচ্ছ করি চতুর্ব্বর্গ, প্রেম রসেতে মেতে যায়।।
৫। গুরুচাঁদ সেই প্রেমের ভান্ডারী,
গোঁসাই মহানন্দ তারকচন্দ্র বিতরণ কারী।
এবার দিচ্ছে জীবের করে ধরি, অশ্বিনী পেল না তায়।।

১৪৯ নং তাল-গড়খেমটা

*গুরু কি ধন চিনলি না মন, মানব জনম যায় বিফলে।
ও তোর প্রেম অনুরাগ ভক্তি বিবেক, হলো না তা হবার কালে।।
১। মন গুরুর সহযোগে, স্থূলের ঘর বাঁধ আগে,
প্রবর্ত্তে অনুরাগে, ফেলাও মনের কপাট খুলে।
এবার যে ঘুচাবে মনের আঁধার, ঠিক কর তায় গুরু বলে।।।
২। গুরু ঠিক হ'লে পরে, গিয়ে সাধকের ঘরে,
এ দেহে সাধ তারে, সদয় হবে সাধন বলে।
হলে গুরু সদয় প্রেমের উদয়, দেখিবিরে তোর হৃদ কমলে।।
৩। গুরু মুখের পদ্মবাক্য, হৃদপদ্মে কর ঐক্য,
এ দেহ হবে সুক্ষ্ম, কাজ কি রে তোর মোক্ষ ফলে।
গিয়ে সিদ্ধের বরে, পাবি তারে, অনন্ত সাগরে মিলে।।
৪। শ্রীগুরু অনন্তময়, অনন্ত অন্ত না পায়,
যাবি সে গুরুর কৃপায়, অনন্ত সাগরে চলে।
ও তোর কাম মহাকাম হবে বিরাম, দেখবি সে রূপ দ্বিদল দলে।।
৫। বলে তারক রসনা, অশ্বিনী সে রস নে না,
যে রস তোর উপসনা, গুরু দিল হৃদয় মূলে।
ও তোর সাধনের ধন, মহানন্দ, প্রাণান্তে তুই যাস না ভুলে।।

* গুরু-পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদের পুত্র গুরুচাঁদ।